International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-IV, January 2018, Page No. 01-05
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

শিশু : বাংলা শিশুসাহিত্য

ড. অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নবীনচন্দ্র মহাবিদ্যালয়, বদরপুর, করিমগঞ্জ, আসাম

Abstract

First seven years of human life is recognized as 'child' and this period of child is regarded as 'child days'. Child psychological centric writings for the children are 'children literature'. Ancient rhyme & fantasy when studied we clearly see that these were written for the lap child and some emotional entertainment and these are found mouth to mouth. That means creation & growth of children literature took place for the need of children mind's food, enjoyment & imagination. That is, to create literature juice and tasting this juice to inculcate human qualities in children's mind is the main job of children literature. By the middle of the nineteenth century through the Bengali children text books the modern children literature came into being. In 'Shishu Shiksha' (1849) written by Madan Mohan Tarkalankar we find the lines 'Pakhi Sob Kore Rob Rati Pohailo in the poem 'Prabhat'. Through this the dawn of modern children literature took place. In that period rhymes, poems. Story, song. Drama, science friction written for children is the main theme for discussion in this essay "Children: Bengali Children Literature".

ভাষাকে অবলম্বন করেই মানুষের আত্মপ্রকাশ। অতএব মানুষের ভাব, ভাবনা আত্মপ্রকাশ অন্যতম মাধ্যমই' সাহিত্য নামে পরিচিত। ফলে মানুষই সাহিত্যের স্রষ্ঠা, মানুষই সাহিত্যের উপদান এবং মানুষ নামক পাঠক বা শ্রোতার উদ্দেশ্যেই সাহিত্য নিবেদিতপ্রাণ। এই মানুষের দলে 'শিশু' নামক এক শ্রেণির পাঠক বা শ্রোতার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। কারণ 'শিশু' ভোলানাথ রূপেই পৃথিবীতে মানুষের দিব্য আবির্ভাব, সাহিত্যের জগতে এই মানবশিশুরা কখনো বিষয়, কখনো বা উদ্দেশ্য। এই বিষয় ও উদ্দেশ্যকে নিয়েই সাহিত্যের একটি বিভাগ 'শিশুসাহিত্য' নামে পরিচিত।

শিশুমনের বিকাশোন্মুখ অবস্থার উপযোগী রচনাই যথার্থ শিশুসাহিত্য। 'শিশুসাহিত্য' শব্দটির দুটি দিক (ক) শিশু (খ) সাহিত্য। অর্থাৎ 'শিশু' ও 'সাহিত্য' এই দুটি শব্দই অন্তরঙ্গ সম্পর্কে একে অন্যের সঙ্গে গভীরভাবে প্রোথিত ফলে 'শিশুসাহিত্য' শিশুদের মনোরনঞ্জনের জন্য শিশুদের মননকে লক্ষ্য রেখেই রচিত একথা সর্বজন মান্য। এখন প্রশ্ন হলো 'শিশু'কারা? এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত থাকলেও সার্বজনীন ভাবে মানবজীবনের প্রথম সাত বছরের মানুষটাই 'শিশু' নামে পরিচিত এবং শিশুর এই বয়োকাল 'শৈশব' নামে অভিহিত। পরবর্তী পাঁচ বছরে 'শিশু' মানুষটি 'বালকে' উন্নীত হয়, তারপর তার জীবনে আসে কৈশোর ও যৌবন। আজকের আধুনিক মনোবিজ্ঞান বয়সের এই সীমারেখাকে মেনে নিয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাচীন ছড়া এবং রূপকথা পাঠ করলে স্পষ্টত চোখে পড়ে ছড়াগুলো কোলের এবং কিঞ্চিৎ ভাষাবোধ সম্পন্ন শিশুর জন্যই রচিত এবং রূপকথা মূলত কিঞ্চিৎ গল্পরস ও ভাষাবোধ সম্পন্ন শিশুর জন্যই রচিত। অর্থাৎ শিশুসাহিত্যের গুণাগুণ বিচারে সেই 'শিশুমন' বিশেষ তাৎপর্যবহ।

পাঠকবিচারে শিশুসাহিত্যের দুটি ভাগ (ক) বিশুদ্ধ রূপে নাবালক সেবা রচনা। অর্থাৎ যে বয়সে মনের দাঁত ওঠেনি তাদের জন্যে যোগীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রকিশোরের রচনা, (খ) নাবালকের জন্যে সাবালক সেব্য রচনা। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে

তাদের জন্য অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা', সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' ইত্যাদি। তবে বলার কথা যে, শিশু মনের খাদ্য, স্ফুর্তি ও কল্পনা শক্তির বিকাশের প্রয়োজনে শিশুসাহিত্যের বিকাশ। এর দুটি কারণ—

(ক) চেতনার উদ্দীপন: শিশুমনে চৈতন্য সৃষ্টির মাধ্যমে বড় হওয়ার বাসনার বীজ রোপন করা সামাজিকের দায়িত্ব। কেননা- "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে"। প্রবাদপ্রতীব এই বাক্যের অন্তরস্থ এই পিতার আত্মপ্রতিষ্টার প্রয়োজনে অনুকূল সাহিত্য-রস সৃষ্টি এবং রস আস্বাদনের মাধ্যমে শিশুচিত্তে মানবিক গুণাবলীর ধীরে সঞ্চারসাধন শিশুসাহিত্যের কাজ। তাই আমরা দেখি অমৃতের সন্তান শিশুকে ভবিষ্যতের মহান সন্তান রূপে কবি নজরুল ইসলাম স্বাগত জানিয়েছেন এইভাবে—

"তুমি নহ শিশু দুর্বল, তুমি মহৎ মহিয়ান।
জাগো দুর্বার, বিপুল বিরাট অমৃতের সন্তান"।। (অমৃতের সন্তান)

শিশুচিত্তের এই জাগরণ সৃজনের উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যই 'শিশুসাহিত্য'।

(খ) আনন্দরস আস্বাদন: শিশু আনন্দময় সত্তার প্রতীক। সব্যসাচীর মতো সে একহাতে আনন্দ বিতরণ করে অন্যহাতে আনন্দময় করে। শিশুচিত্তের এই মনোরঞ্জন তথা মনোহরণের জন্য দরকার পড়ে শিশুসাহিত্যের।

এক্ষেত্রে শিশুসাহিত্য স্রষ্টাদের মনে রাখতে হবে শিশুরা অনাগত যুগের অধীশ্বর,ভবিষ্যৎ নাগরিক, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। শিশু শৈশব মা-বাবা ও আত্মীয়জনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তার পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং শিশু মনে ঘর ও বাহিরের মিলন ঘটে। এই সময় শিশু নানাভাবে ভাষা শেখার চেষ্টা করে। যেমন-বড়দের মুখে ছড়া শুনে, বর্ণপরিচয়, বাল্যশিক্ষা, আদর্শলিপি তথা আনুষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চা এবং অন্যদের কথোপকথন অনুসাধন ও নিজের কথা বলার প্রকাশশক্তি অর্জনের মাধ্যমে। আসলে শিশুমন সবকিছুকে জানা ও গ্রহণের জন্য উন্মুখ থাকে, মন তখন তার প্রকাশোন্মুখ এবং কৌতুহলপূর্ণ। ফলে চিত্র-বিচিত্র রঙিন বিষয়, লঘু ও কৌতুককর বিষয় এবং রূপকথাধর্মী বিষয়ে শিশুমন বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে এবং অল্পেই সন্তুষ্ট হয়। সেইসঙ্গে শিশু আপন মনেই নিজের জগৎ রচনা করে। অর্থাৎ প্রকৃত শিশুই শিশুসাহিত্যের প্রকৃত সমঝদার।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত বাংলায় শিশুসাহিত্যেরও বিকাশ ঘটেছে কালপ্রবাহের স্রোত ধরেই। বিষয়ভাবনা, অভিনবত্ব ও বিকাশের গতি প্রকৃতির বিচারে বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাসকে দুটি যুগে ভাগ করা যায়- অনাধুনিক ও আধুনিক।

অনাধুনিক: মেয়েলি ছড়া, ব্রতকথা এবং রূপকথা (মৌখিক) কিংবা রচনার প্রয়াস। সমগ্র মধ্যযুগই এই পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। তবে রচনাকারদের ব্যক্তিপরিচয় জানা যায় না শুধু মেয়েলি ছড়া, রূপকথা ও ব্রতকথা মধ্য দিয়ে তাদের স্মৃতিটুকু আমাদের চেতনালোকে জাগ্রত হয়ে আছে। তবে এই সময় পর্বের ছড়া, রূপকথা ও ব্রতকথা সমূহ গ্রাম-বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির রসপুষ্ট বাঙময় প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ছড়া-র উদ্ধারের কাজে প্রথম এগিয়ে আসেন তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থটি এই গর্ববোধের এক অনন্য দলিল।

আধুনিক: তবে উনিশ শতকে বাংলাদেশ যখন নতুন চেতনায় উত্তাল, চেতনায় দীপ্ত সমকালীন মানুষ যখন অনাগত ভবিষ্যৎ জনকের কথা চিন্তা করছে ঠিক তখনই Alices Adventures in Wonderland (1865)- এর মতো বই তাদের মনে হয়তো নতুন জিজ্ঞাসার ঢেউ উঠেছে। এই চেতনালোকের কান্ডারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, লালবিহারী দে, শিবনাথ শাস্ত্রী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ। এদের উদ্যোগে ও রচনার প্রয়াসেই বাংলা শিশুসাহিত্যের ভূমি বর্ষিত হয়ে দেখা দিয়েছে 'শিশুসাহিত্যের সোনালীযুগ'। শিশুমন নতুন মাটির নতুন সোনালী ফসলে উজজীবিত হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি ও খেলা' (১৮৯১), দিয়ে এ যুগের শুরু। বিকাশ ঘটেছে দক্ষিণারঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে।

বিশ শতকে ছোটদের জন্য প্রকাশিত একাধিক পত্র-পত্রিকা শিশু পাঠক তৈরীর পাশাপাশি শিশুসাহিত্যের বিকাশে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছিল। এই পর্যায়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এবং রায়চৌধুরী পরিবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার আধুনিক যুগে নগরজীবনের চমককে পাশ কাটিয়ে গ্রামীণ জীবনের স্বাদ এবং শ্যামলিমাকে বহন করে এনেছেন জসীম উদ্দিন এবং বন্দে আলী মিঞা ও সুনির্মল বসু। অন্যদিকে পুরাণচেতনা বিশেষ করে রামায়ণ ও মহাভারতের মহাকাব্যিক রস ও চেতনাকে সহজ-সরল গদ্যে শিশুমনকে একই সঙ্গে গল্পরসের আনন্দ জোগান দিয়ে বৃহৎ জীবনবোধের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন এই পর্বের লেখকরা।

শিশুসাহিত্যের মূলকথা শিশুমনের যথার্থ বিকাশ সাধন, শিশুর চিত্তবৃত্তির পরিধির বিস্তার। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির ফলে নতুন মন নতুন আশ্বাস লাভের জন্য কল্পনার জগৎ থেকে ক্রমে মাটির কাছাকাছি নেমে আসে এবং মাটির রূপ-রস-স্পর্শ পেতে সে উৎসুক হয়ে ওঠে। দেশ ও মানুষ সম্পর্কে অজানা তথ্য ও পরিচয় পেতে সাগর-পর্বত-বনজঙ্গল-নভোচর প্রভৃতি অভিযানের কাহিনি খোঁজে। এই পর্বে অমিয় চক্রবর্তীর 'চলো যাই'। কমলা চক্রবর্তী 'হিমালয়ের চূড়ায়', কুলদারঞ্জন রায়ের 'রবীনহুড', খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অজানার দেশের পথে', 'আকাশ-পাতাল', 'আফ্রিকার জঙ্গলে', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পৃথিবী ছাড়িয়ে', মামিনুর রহমানের চাঁদের দেশে অভিযান', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'বনে-জঙ্গলে', রামনাথ বিশ্বাসের ভবঘুরের গল্পের ঝুলি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে শিশুমনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশসাধন এবং আগামীকালের ইতিহাস সচেতন নাগরিক রূপে শিশুকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ছোটদের মত করে ইতিহাসশ্রয়ী কাহিনি রচনার বিশেষ উদ্যোগও লক্ষণীয়। অশোক গুহের 'মুখে মুখে ফা হিয়েন', উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'ইতিহাসের গল্প', কালিদাস নাগের 'দেশের গল্প' মনোমোহন চক্রবর্তীর 'ছবিতে পৃথিবী' মনি বাগচীর 'কেমন করে স্বাধীন হলাম', সুরুচিবালা সেনের 'ছন্দে পুরাতনী'- রচনা সমূহ পূর্ণাঙ্গ শিশুমনের জীবন্ত দলিল।

উনিশ শতকের শিশুমনের উপযোগী কবিতাগ্রন্থ রচনার শুভারম্ভ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন এর পথিকৃৎ। তাঁর লেখা 'শিশুশিক্ষা', আব্দুল জলিলের 'ভৌগোলিক কবিতা', আশাদেবীর 'খেয়াল খুশী', আসারাফ সিদ্দিকির 'কাগজের নৌকা', ইন্দিরাদেবীর 'আজগুবি', কাজী আবুল 'কাসেমের পুতির মালা', রজনী কান্ত সেনের 'অমৃত', রবিদাস দাস সাহার 'খুসির দেশে', রবীন্দ্রনাথ 'চিত্র বিচিত্র', 'নদী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার কবিতার ক্ষেত্রে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'লিমিরিক', উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'বিভিন্ন পদ্যরচনা', কামিনী রায়ের 'কত ভালবাসা', গুরুসদয় দত্তের 'আমাদের পণ', গোলাম মোস্তাফার 'ভোর বেলার গান', ধীরেন বলের 'আমাদের গাঁ', নজরুল ইসলামের 'খুকী ও কাঠবেড়ালী', 'লিচু চোর', নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ', বন্দে আলি মিঞার 'আমাদের গ্রাম', মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'প্রভাত', মোহিত ঘোষের 'টাপুর টাপুর', মোহিতলাল মজুমদারের 'ফুটফুটে জোছনায়', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোট পাখী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি', 'ছোট নদী', সুকুমার রায়ের 'বাবুরাম সাপুড়ে', সুখলতা রাওয়ের 'হাঁচি', সুনির্মল বসুর 'তালাপাতা সিং' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আধুনিক পর্বে শিশুর উপযোগী যে সব ছড়া লেখা হয়েছে তার মধ্যে অনিল সরকারের 'আয় রঙ্গ দেখে যা', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সাতভাই চম্পা', অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ' তালগাছের ডোঙা', অরুণশঙ্কর রায়ের 'বনজঙ্গলের ছড়া', কমলকুমার মজুমদারের 'আইকম বাইকম', নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'ছবির ছড়া', পবিত্র সরকারের 'কথামালা', প্রবীর দেবনাথের 'ছোট্ট ছড়া টাট্টু ঘোড়া', মযহারুল ইসলামের 'ধান শালিকের ছড়া', মোহাম্মদ মোস্তাফার 'ছোট পাখি চন্দনা', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিরশী', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'টরে টক্কা', শৈলেন ঘোষের 'আয় বৃষ্টি রিমঝিম', সনৎকুমার মিত্রের 'ছড়া পড়ো ছবি দেখ', সুকুমার বড়ুয়ার 'চন্দনা রঞ্জনার ছড়া', সুকুমার রায়ের ' আবোল তাবোল', 'খাই খাই', সুকোমল দাশগুপ্তের 'ঘুম ভাঙানীর ছড়া', সুখলতা রাওয়ের 'নতুন ছড়া', সুনির্মল বসুর 'আমার ছড়া', স্বপ্না রায়ের 'মিষ্টি কড়া, বিশটি ছড়া' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার ছড়ার সম্পাদিত সংগ্রহ রূপে পবিত্র সরকারের 'মিষ্টি ছড়া', 'টাপুর টুপুর', পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একশো বছরের একশো ছড়া', ভবতারণ দত্তের 'বাংলার ছড়া', মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়।

উনিশ শতকের শিশুসাহিত্য চর্চার গোড়াপত্তন পর্বে কিভহু উপাখ্যানধর্মী গদ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এক্ষেত্রে অখিল নিয়োগীর 'গল্পের ঝুড়ি', অতুন দত্তের 'গল্প দাদুর আসর', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিন্নির খই লাল বাতাসা', অতুল্য ঘোষের 'পুজোর ছুটি', অধীর বিশ্বাসের 'গাঙ শালিকের বাসা', অবনীন্দ্রনাথ 'ঠাকুরের নলক', 'ভূতপতরীর দেশ', উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই', অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'গৌর যাযাবর', হীরু ডাকাত', আশাপূর্ণা দেবীর 'অমরাবতীর অন্তরালে', আশিষ দত্তের 'দুষ্টুরা সব চিড়িয়াখানায়', কমলকুমার মজুমদারের 'পানকৌড়ি', কানাইলাল চক্রবর্তীর 'চলো দেখে আসি', কুমারেশ ঘোষের 'ভাল ছেলে দুষ্টু', কুলদারঞ্জন রায়ের 'কথাসরিৎসাগর', জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তের 'গল্পের ফোয়ারা', ধীরেন বলের 'তুতু ভুত', ননীগোপাল চক্রবর্তীর 'পাল্কী বুড়ো', হাবুল চন্দোর 'চড়কা বুড়ি', নন্দিতা ঘোষের 'মিতুন-টুকুনের গোয়েন্দাগিরি', মহাশ্বেতা দেবীর 'তুতুল', মোসলেম উদ্দিনের 'বোকা কুমীরের গল্প', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সম্পাদিত 'গল্প সঞ্চয়ন', শিবরাম চক্রবর্তীর 'কেবল হাসির গল্প', 'নাক নিয়ে নাকাল', লীলা মজুমদারের

'নেপোর বই', 'বাতাস বাড়ি', 'সব ভুতুড়ে', ঠাকুরমার ঠিকুজি', শৈলেন ঘোষের 'মিতুল নামের পুতুলটি', 'ছোট্ট সোনার গল্প শোনা', সুখলতা রাওয়ের 'গল্পের বই ও আরো গল্প', সত্যজিৎ রায়ের 'মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প', সুনীল গঙ্গোপাথ্যায়ের 'আ চৈ আ চৈ চৈ', স্বনা রায়ের 'হাঁসুর বোধোদয়', এবং রঙ্গকৌতুক পূর্ণ ফ্যানটাসি জাতীয় রচনা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভূতপরীর, দেশ এক অনবদ্য সংযোজনা।

এছাড়াও শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত রূপকথা ছড়ার মত মানুষের স্বপ্নচারণার ক্ষেত্র। রূপকথা অনাধুনিক জনপদ জীবনে মুখে মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, এখনো আছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং দক্ষিণারঞ্জন এইসব গল্পগাথাকে মৌখিক বা কথ্য অবস্থা থেকে লেখ্য অবস্থায় নিয়ে আসেন এবং লোকায়ত সাহিত্যের ভাণ্ডারের সঙ্গে জুড়ে দেন। দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমা ও ঠাকুরদার ঝুলি', 'কল্পনার নীল সমুদ্র', 'রূপকমল', অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল' ও 'আলোর ফুলকি', এই পর্যায়ের বিশেষ সৃষ্টি। এছাড়াও অখিল নিয়োগীর 'স্বপ্নপুরী ও রূপকথা', অতীত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রূপকথার আংটি', আবুল কালাম মঞ্জুর মুরশেদের 'জ্যোৎস্নারাতের রূপকথা', আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'রাক্ষস খোক্ষস ও ভূত-পেত্নী', এনায়েৎ রসুলের 'সাতসমুদ্দুর তের নদী', খগেন্দ্র মিত্রের 'চীনের রূপকথা', গৌরী সেনের 'সাগর রাজপুত্র', 'অমৃতের কলস', 'রূপকথার ঝুলি', দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি', পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের 'ঠাকুরমার উপকথা', 'ভূতের দেশ', বিমল ঘোষের 'রূপকথার ঝুলি', দেশ বিদেশের রূপকথা', মতি নন্দীর 'কলাবতী', মীরা বালসুব্রমনিয়ামের 'জগৎ জুড়ে রূপকথা', লীলা মজুমদারের 'শ্রেষ্ঠ রূপকথা', শাহনাজ বেগমের 'আরবের রূপকথা', শশিভূষণ দাসগুপ্তের 'ছুটির দিনে মেঘের গল্প', শান্তাদেবীর 'হিন্দুস্থানী উপকথা', সুখলতা রাওয়ের 'নানান দেশের রূপকথা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সত্যি রাজপুত্র', সৈয়দ নূরুল হুদার 'ভূতপেত্নীর আজব কান্ড', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলার রূপকথা', বিশেষ সমাদরের দাবী রাখে।

শিশুদের জন্য অভিনয় যোগ্য তথা শিশুমনের উপযোগী কয়েকটি নাটক – অখিল নিয়োগীর 'শিশু নাটিকা', সুনির্মল বসুর 'ফলসা গাছের জলসা', নরেন্দ্র দেবের 'সোনার কাঠি', উপেন্দ্র মল্লিকের 'কবির লড়াই', জহুরুল ইসলামের 'চাঁদের দেশে', ফরিদা হোসেনের 'তুষার কন্যা', রমেন দাসের 'রবির আলো', 'স্বর্গ বিজয়', রাজিয়া মাহবুবের 'ভূত-ভূতম', শিবরাম চক্রবর্তীর 'মামাভাগ্নে', 'প্রাণকেষ্টের কান্ড', সরিফুল হোসেনের 'বেদের ছেলে', সুকুমার রায়ের 'ঝালাপালা'। আবার শিশুমনের উপযোগী কিছু গানও রচিত হয়েছে। তবে বাংলার মায়েরা ছড়ার ছন্দে সুর করে শিশুমনে গানের ছোয়া দিয়ে থাকে। কিন্তু গান আর ছড়া এক নয়। কারণ ছড়ার মধ্যে বিষয়ের ঐক্যের চেয়ে অনৈক্য বেশি আর গান হলো বিষয়গত বা ভাবগত ভাবে একক এবং এর চলনটা তালযুক্ত। এক্ষেত্রে অনুকূলচন্দ্র দাসের খোকা 'খুকুর গানবাজনা', আখতার হুসেনের 'হৈ হৈ রৈ রৈ', বাংলাদেশ শিশু একাডেমির 'আমাদের গান', সুরেন্দ্রনাথ বিজয় দে-র 'আমাদের গান', হরনাথ চক্রবর্তীর 'শিশুর গান' প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়। কয়েকটি গানের প্রথম চরণ – "খেলা করি খেলা", "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে", "আমরা বেধেঁছি কাশের গুচ্ছ", "বাদল বাউল বাজায়রে একতারা", "ওরে ও গৃহবাসী", "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে" – প্রভৃতি।

আধুনিক যুগটা বিজ্ঞানের যুগ। তাই শিক্ষার প্রথম পাঠ থেকেই শিশু মনকে বিজ্ঞান বিষয়ে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে শিশুমনের উপযোগী বিজ্ঞান বিষয়ে চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু রচনা হলো – অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের 'কু-ঝিকমিক', আব্দুল হক খন্দকারের 'বিজ্ঞানের খেলা', আব্দুল হক খন্দকারের 'বিজ্ঞানের মজার খেলা', আব্দুল্লাহ আত মুতির 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে', উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিজ্ঞানের গল্প', তপন চক্রবর্তীর 'এসো বিজ্ঞান পড়ি', নজমুল আবদালের 'সুর্যমামার গল্প', নাসির আলির 'আকাশ যারা করলো জয়', পরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'বিজ্ঞানের মায়াপুরী', মোহাম্মদ ইব্রাহিমের 'জল পড়ে পাতা নড়ে', যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'বিজ্ঞানের অ-আ', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোটদের চিড়িয়াখানা ও পশু-পক্ষী', শশধর সেনের 'শিশুবিজ্ঞান', শৈল চক্রবর্তীর 'মানুষ এল কোথা থেকে সত্যব্রত রায়ের 'আজব কল রাড়ার', সুবোধচন্দ্র মজুমদারের 'বিজ্ঞানের স্বপ্নপুরী', স্বপনকুমার গায়েনের 'আশ্চর্য আর আশ্চর্য' ইত্যাদি। যদিও ব্রতকথার ব্রত একমাত্র মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট। তবুও ব্রতকথার মধ্যে কল্পনার খোরাক যথেষ্ট থাকে, সেই সঙ্গে থাকে ভবিষ্যৎ জীবনধারার প্রতি এক রমনীয় ইঙ্গিত– যে ইঙ্গিত শিশুমনকে করে অনুপ্রাণিত, ভবিষ্যতের কল্যাণী নারীর বীজ তার মধ্যে রোপন করা হয়। এ পর্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্রতকথা হল – আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'মেয়েদের ব্রতকথা', শীলা বসাকের 'বাংলার ব্রতকথা', গনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বালিকা ব্রতের ছড়া', দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠানদিদির থলে', 'বাঙ্গালার ব্রতকথা', পরমেশপ্রসন্ন রায়ের 'মেয়েলি ব্রতকথা' প্রভৃতি।

এছাড়াও উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে কিছু সহৃদয় স্রষ্ঠা শিশুমনের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনায় এগিয়ে এসেছেন। রাধাকান্ত দেব এদের মধ্যে অগ্রণী। তাঁর 'বর্ণমালা (১৮২১), মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশু শিক্ষা' (১৮৪৯), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' (১৮৫৫), কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির 'বর্ণমালা' (১৮২১), তত্ত্ববোধিনী সভার 'পড়িবার বই' (১৮৩৫), মদনমোহনের 'শিশু শিক্ষা' (১৮৪৯), অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' (১৮৫১), হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের 'বর্ণপরীক্ষা' (১৮৬৯), গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বর্ণশিক্ষা' (১৮৬৮), শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বর্ণবোধ' (১৮৭৩), রামসুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা' (১৮৭৭), যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি ও খেলা'(১৮৯১), ও 'হাসিখুশি' (১৮৯৮)। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে ১৮৯১ খ্রীঃ 'হাসি ও খেলা' নামক শিশুপাঠ্য রচনা করে যোগীন্দ্রনাথ বাংলা শিশুসাহিত্যের স্বর্ণযুগের সূচনা করেণ। কারণ বিদ্যাসাগরের 'বর্ণমালা পরিচিতি' (অ-অজগর) কে অবলম্বন করেই যোগীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলায় শিশুদের জন্য একই সঙ্গে 'হাসি ও খেলা'র মাধ্যমে বর্ণমালার শিক্ষা ও পড়ার আনন্দ লাভের সুযোগ করে দেন। পরবর্তীতে ১৯৩০ খ্রীঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন 'সহজপাঠ'। যা বর্ণ পরিচয় জানা শিশুমনের উপযোগী পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে।

শিশুমনের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খগেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ছোটদের প্রথম দৈনিক পত্রিকা 'কিশোর' (১৯৪৮) এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে ১৮৮৩ খ্রীঃ প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় ছোটদের জন্য ভারতের প্রথম মাসিক পত্রিকা 'সখা' প্রকাশিত হয়। এছাড়াও শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' (১৮৯৫), জোঁড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির 'বালক' (১৮৮৫) পত্রিকা, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'সন্দেশ' (১৯১৩), সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদিত 'মৌচাক' (১৯২০) এবং 'সবুজসাথী', 'আনন্দমেলা', 'ঝিলিমিলি', 'শুকতারা', প্রভৃতি পত্রিকা শিশুমনের পরিধি বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে এবং নিচ্ছে। অন্যদিকে কিছু কিছু দৈনিক পত্রিকার সপ্তাহের একটি নির্ধারিত দিনে একটি পাতা ছোটদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। এ ধরনের কয়েকটি পত্রিকা – 'আগামী', 'আনন্দমেলা', 'জলছবি', 'ঝিলিমিলি', 'পক্ষীরাজ', 'পাঠশালা', 'বালক', 'মুকুল', 'মৌচাক', 'রামধনু', 'শিশু', 'শিশুসাথী, 'শুকতারা', 'যুগশঙ্খ', সাময়িক প্রসঙ্গ', বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'কচি ও কাচা', 'ঝংকার', 'টাপুর টুপুর', 'মুকুল', 'শিশু' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এইসব পত্রিকার হাত ধরে আজও শিশুমনের বিকাশ তথা শিশুসাহিত্যের সার্বিক বিকাশ তরান্বিত হচ্ছে।

পরিশেষে বলার কথা যে, সাহিত্যের উন্নতি মানে বিকাশ। বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশ কালক্রমে ঘটলেও জনসংখ্যার অনুপাতে তা বিন্দুমাত্র। আসলে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলা শিশুসাহিত্য বিস্তার লাভ করলেও একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে, সব শিশুদের হাতে কি বাংলা শিশুসাহিত্য পৌঁছছে? কিংবা সব শিশুসাহিত্যই কী শিশুমনের উপযোগী? এসবের উত্তর অবশ্যিই 'না'। এর অন্যতম কারণ নিরক্ষরতার অভিশাপে আমরা অভিশপ্ত। নিরক্ষর শিশুর পক্ষে সাহিত্যরস লাভ কতখানি সম্ভব? এর পাশাপাশি দূরদর্শন, মোবাইল, ইন্টারনেট ও ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের বিস্তার বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রকে সংকূচিত ও গতিকে মন্থর করে তুলছে নিত্য।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ : আশাদেবী গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৮৬ বাংলা, কলিকাতা, ডি.এম. লাইব্রেরী।
২। বাংলা শিশুসাহিত্য ও ছড়া: অশোককুমার দে, ১৩৭৬ বাংলা, সমকালীন কলিকাতা।
৩। বাংলা শিশুসাহিত্য: বন্ধুদেব বসু (১৯৯১) প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ কলিকাতা।
৪। শিশুসাহিত্য: সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯৪৯) পূর্বাশা, কলিকাতা।
৫। বাংলা শিশুসাহিত্য ভগীরথ যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৩৭৭ বাংলা) রঞ্জিতা কুণ্ডু, ইন্টারনেশনাল লিটারেচার এ্যাসোসিয়েশন।
৬। বাংলা শিশুসাহিত্য পরিক্রমা: অশোককুমার দে, ১৯৯৯, দক্ষভারতী, কলিকাতা।